যেকোন সমস্যার আইনী সমাধান

লেখকঃ মোঃ শামীম পাটওয়ারী

যেকোনো আইনী পরামর্শ বা তথ্য জনার জন্য ফোন করুন। ফোন নম্বরঃ- 01714543232

যেকোন সমস্যার আইনী সমাধান

লেখকঃ মোঃ শামীম পাটওয়ারী

প্রধান প্রশাসক

বাংলাদেশের আইন কানুন

ফোনঃ 01714543232

উৎসর্গঃ বেলাল আজাদ

কক্সবাজার জেলা জজ কোর্ট

বাংলাদেশের আইন কানুন পেজে জয়েন করুন

https://www.facebook.com/bangladeshilaw9

যেকোনো আইনী পরামর্শ বা তথ্য জনার জন্য ফোন করুন। ফোন নম্বরঃ- 01714543232

প্রশ্ন-১: আমার বয়স ২৪ বছর। আমি একটি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করি। বিয়ের দুই বছর পর স্বামী ও শাশুড়ি আমাকে শারীরিক নির্যাতন এবং প্রচণ্ড মারধর করেন। তারপর আমি আমার বাপের বাড়ি চলে আসি। এখন আমি অন্তঃসত্বা, পাঁচ মাস ধরে স্বামী আমার কোনো খরচ বহন করেন না। তিনি তাঁর মাকে দিয়ে আমাকে চাপ দিচ্ছেন, যেন আমি নিজেই তাঁকে তালাক দিই। আমার বিয়েতে কাবিন হয়েছিল ১০ লাখ টাকার। আইনের সাহায্য নিতে হলে আমার করণীয় কী?

পরামর্শঃ স্ত্রী তালাক দিলে দেনমোহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে স্বামী কোনো রকম সুবিধা লাভ করেন না। স্বামী বা স্ত্রী যেই তালাক প্রদান করুন না কেন, দেনমোহর পরিশোধযোগ্য। সুতরাং আপনি দেনমোহর দাবি করে পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন। আপনার স্বামীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় এনে আদালত কিস্তির মাধ্যমে দেনমোহর পরিশোধের সুযোগ দিতে পারেন। আর গর্ভাবস্থায় তালাক হয় না।

প্রশ্ন-২: আমার বাড়ী কিছু জমি আছে, এই জমি গুলোর দলিলপত্র আমার নামে । কিন্তু খতিয়ান অন্য জনের নামে রেকর্ড করা । এখন আমি কী করবো ?

পরামর্শঃ আপনি আপনার দলিলপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিসে গিয়ে নিজের নামে বিএস/নামজারী খতিয়ান সৃজন করুন। নিজের নামে খতিয়ান (নামজারী) করার মত জমি যদি ঐ দাগে অবশিষ্ট না থাকে, সে ক্ষেত্রে আপনাকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবরে আপনার জায়গা অন্য জনের নাম রেকর্ডকৃত খতিয়ান বাতিলের মামলা করতে হবে । অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আপনার ও অপর পক্ষের দলিল/খতিয়ান পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে ঐ ব্যক্তির নামে সৃজিত খতিয়ান বাতিলের নির্দেশ দিলে, তখনই আপনি উপজেলা ভূমি অফিসে আপনার নামে খতিয়ান সৃজন করে নেবেন। এ জন্য আপনি একজন বিজ্ঞ সিভিল আইনজীবী অথবা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের দলিল লেখকের সহযোগীতা-পরামর্শ নিতে পারেন।

প্রশ্ন-৩: আমার বিয়ে হয়েছে পারিবারিকভাবে। আমার স্ত্রী তার বাবা-মায়ের অতি আদরের মেয়ে। সমস্যা হল, আমার স্ত্রী সকালে ঘুম থেকে উঠতে চায় না, রান্না-বান্না করতে চায় না । এসব নিয়ে আমার মা ও আমার স্ত্রীর মাঝে সবসময় গোলমাল লেগেই থাকে।

আমার স্ত্রী গত তিন মাস আগে কাউকে কিছু না বলে তার সব কাপড়চোপড়, গহনাপত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সব কিছু নিয়ে তার বাপের বাড়ি চলে গেছে। আমার শ্বশুর বলছেন যদি আমি স্ত্রীকে চাই তাহলে আমাকে ও আমার মাকে তাদের বাসায় গিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমি এটাতে রাজি নই। আমি জানি এর পরিণতি কী হবে? তাই আপনার কাছে পরামর্শ চাই, আমি এখন কী করব?

পরামর্শঃ আমার মনে হয় এ সমস্যাটি আপনাদের সাময়িক এবং খুব দ্রুতই মিটে যাবে। সাধারণত একটি মেয়ে তার পরিচিত জগত থেকে আরেকটি পরিবারে এলে এরকম সমস্যা হয়েই থাকে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন সব মিটে যায়। আমার বিশ্বাস, দুই পরিবার একটু আলাপ-আলোচনা করুন।

তবে আমি পরামর্শ দেব যত দ্রুত সম্ভব আপনার বসবাসরত সংশ্লিষ্ট থানায় এই বিষয়ে অর্থাৎ আপনার স্ত্রী যে বাপের বাড়ি চলে গেছে এবং আপনার বলা মতে তার সব কিছু নিয়ে গেছে সেই বিষয়ে একটি সাধারণ ডাইরি করে রাখুন। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

প্রশ্ন-৪: কন্যা সন্তান কি মায়ের সম্পত্তি পুত্রের বেশি পায়?

পরামর্শঃ মায়ের সম্পত্তি কন্যারা বেশি পায়না, পিতার অংশের ন্যায়ই কন্যারা পুত্রের অর্ধেক পায়। পিতা বা মাতার সম্পত্তিতে পুত্রের মতই কন্যারা ওয়ারিশ, সামান্য টাকা দিয়ে বা ছল চাতুরী করে কন্যাদেরকে বঞ্চিত করা যায় না।

প্রশ্ন-৫: আমি এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। আমার বয়স ১৭ বছর। একটি ছেলেকে খুব ভালো বাসতাম।কিন্তু তা সে বিশ্বাস করতে চাইত না। সে বলত, ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে। সে আমাকে একটিদলিলের মতো কাগজ দেয়। ওই কাগজে আমার ও তার জীবনবৃত্তান্ত লেখা ছিল। আমার বয়স লেখা ছিল১৯, ওর বয়স ২৬ (ওর প্রকৃত বয়স ৩০)। আরো লেখা ছিল, আমরা পাঁচ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হিসেবেবসবাস করে আসছি। কেউ যদি পরবর্তী সময়ে কিছু বলে , তবে সেটা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। সবশেষেদুজনের সই। তবে সে আমাকে বলেছে, 'এটা শুধু কাগজ, যা তুমি চাইলেই ফেরত পাবে। তুমি রাজিথাকলে আমাদের সামাজিকভাবে বিয়ে হবে, নতুবা নয়।' কিন্তু এখন কোনো এক বিশেষ কারণে তারসঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই ; এমনকি তাকে বিয়ে করাও সম্ভব নয়। একদিন ফোন করে তার কাছে ওইকাগজটা চাইলাম , সে তা দিতে অসম্মতি জানাল। বলল , আমি নাকি তার বিবাহিত স্ত্রী। আমার প্রশ্ন , এই কাগজে সই করার মাধ্যমে কি সত্যিই আমাদের বিয়ে হয়েছে? ভবিষ্যতে ওই কাগজ দিয়ে কি সেআমাকে কোনো আইনি জটিলতায় ফেলতে পারবে ?

পরামর্শঃ শিক্ষাগত সার্টিফিকেটে প্রদত্ত জন্মতারিখ অনুযায়ী আপনার বয়স ১৭ বছর হলে আপনি এখনোনাবালিকা। সুতরাং আইনগতভাবে ছেলেটি আপনাকে কোনো সমস্যায় ফেলতে পারবে না। তবেভবিষ্যতে এ ধরনের কাগজে সই করার ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। কারণ , এ ধরনের কাগজবা দলিল প্রকাশ পেলে সমাজে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে; তবে আপনি থানায় একটিসাধারণ ডায়েরি করে রাখতে পারেন।

প্রশ্ন-৬: হিন্দুমতে বিবাহ করতে বয়সের কি কিছু বিধি নিষেধ আছে?

পরামর্শঃ হ্যাঁ, এই আইনে সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে যে, পুরুষদের ক্ষেত্রে বিবাহযোগ্য বয়স হল একুশ (২১) বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে আঠারো (১৮) বছর। যেহেতু এই বয়সে পুরুষ ও মহিলা সাবালক ও সাবালিকা হয়ে যাচ্ছেন, তাই বিবাহের জন্য ওঁদের বাবা-মা বা অভিভাবকদের অনুমতির কোনও প্রয়োজন নেই

প্রশ্ন-৭: আমি চট্টগ্রাম থেকে গত বার পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি। আমার আপন চাচাতো ভাইয়ের মন্ত্রণালয়ের এক জনের পরিচয় আছে , তাকে দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকুরী পাইয়ে দিবে মর্মে আমার কাছ থেকে দুই লাখ টাকা নেয়। আমার কাছে ফোন রেকর্ড. অল্প টাকার ব্যাংক ডকুমেন্টস আছে। চাচাতো ভাই আজ দুই বছর পর্যন্ত টাকা দিবে দিবে বলে দিচ্ছে না। এখন আমার কি করার আছে?

পরামর্শঃ আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে(দন্ডবিধির ৪০৬/৪২২ ধারায়) স্থানীয় থানায় বা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করতে পারবেন।

প্রশ্ন-৮: আমার বাবার দুই ভাই এক বোন। বোন সবার বড়। বাবা তাঁর বড় বোনের স্বামীর কাছ থেকে ২০ বছর আগে ৫০ কাঠা জমি ৪০ হাজার টাকায় কিনেছিলেন। তা অবশ্য কিনেছিল বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু কোনো কাগজে লিখিত হয়নি বা কোনো ডিড সম্পাদন করা হয়নি। আমাদের কাছে প্রমাণ বলতে ফুফুর হাতে লেখা তিনটি চিঠি রেখেছি। সেই চিঠিতে এমন লেখা আছে যে তুমি আমার কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে জমিটি ক্রয় করো, পরে সময় করে এসে তোমাকে জমি লিখে দেব। কিন্তু বাবার বড় বোনের স্বামী কাউকে কিছু না বলে সেই জমিটি আমার ছোট চাচার কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন। ছোট চাচা সেই জমি বিক্রির জন্য পাঁয়তারা করছেন। এ অবস্থায় আমরা কি মামলা বা আইনের আশ্রয় নিতে পারি?

পরামর্শঃ আপনার বাবা তাঁর বড় বোনের স্বামীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আওতায় চুক্তিপ্রবলের (এনফোর্সমেন্ট অব কনট্র্যাক্ট) মামলা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে আপনার বাবাকে মৌখিক লেনদেন প্রমাণ করতে হবে। এ ছাড়া তিনি প্রদেয় অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় নিতে পারেন

প্রশ্ন-৯: আমার নানু, একজন বয়স্ক মহিলা। তার ৫ মেয়ে এবং ২ ছেলে। তিনি মেয়েদের বাড়িতে থাকতে বেশী পছন্দ করতেন। কিন্তু গত একবছর হল, উনার স্ট্রোক হয়ে বাম পাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উনার ৩ নং মেয়ের জামাই গ্রাম্য ডাক্তার। এরপরে সকল মেয়ের সম্মতিতে ৩ নং মেয়ের বাড়িতে রয়ে গেলেন। এটাই শেষ নয়। আমার নানা আমার নানুকে ৩৫ শতাংশ জমি দিয়ে গেছেন। জার পুরো মালিকানা আমার নানু নিজেই। আমার নানু আবার আমার নানার পেনশন পেত ৩৫০০ করে। আমার নানুর অসুস্থ এবং দুরবলতার সুযোগ নিয়ে আমার ৩ নং খালা ফেব্রুয়রি ১০ তারিখে তফসিল অফিস এ নিয়ে রেজিস্ট্রেশান করে ফেলে। সাক্ষী ছিল ওয়ারিশের বাহিরের মানুষ।

এখন আমারা সবাই এটা জানতে পেরেছি। সুতরাং আমরা সকল ওয়ারিশ এক মতামত শুধুমাত্র আমার ৩ নং খালা ছাড়া। আমার খালাদের মধ্যে ২ জন খালা গরীব। আমরা চাই অই জাইগা সবার মাঝে সমান হারে বন্টন করতে। এখন আমারা আদালতের কি সাপোর্ট পেতে পারি। আমার নানু কিন্তু আমাদের সবার পক্ষে আছে।

পরামর্শঃ আপনার খালা ও নানু'রা পৃথক পৃথক ভাবে প্রথমে সংশ্লিষ্ট থানায় প্রতারণা মূলক ভাবে জিম্মি করে জমি রেজিষ্ট্রি নেয়ার বিষয়ে অভিযোগ করুন । এছাড়াও সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রি অফিসে ও ইউএনও বরাবরে দলিল বাতিলের আবেদন এবং সহকারী জজ আদালতে দলিল বাতিলের মোকদ্দমা করতে পারেন । তাছাড়াও জমি বিক্রেতা বা দলিল দাতা দলিলে প্রদর্শিত মূল্য ফেরৎ দিয়েও দলিল বাতিল করতে পারেন । এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রি অফিসের একজন দক্ষ দলিল লেখকের সাথে যোগাযোগ করুন । দলিল দাতা ঠিক থাকলে দলিল বাতিলে কোন সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন-১০: আমার সৎ ভাইবোনেরা আমার পৈতৃক সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়েছে। আমি তখন ছোট ছিলাম তাই কিছুই করতে পারিনি। এখন আমি সব জানতে পেরেছি কিন্তু কি করব বুঝতে পারছি না। দয়া করে একটু বলুন আমি কীভাবে পৈতৃক সম্পত্তি ফেরত পাব?
আবু আলমাস, যশোর

পরামর্শঃ যেহেতু সৎ ভাইবোনেরা ন্যায্য সম্পত্তি থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছে তাই আপনি দ্রুত আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি একজন দক্ষ সিভিল ল'ইয়ারের সহায়তা নিন। যারা আপনার সম্পত্তি আপনাকে না জানিয়ে বিশেষত যখন আপনি নাবালক তখন বিক্রি করে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সিভিল ও ক্রিমিন্যাল দুই ধরনের মামলাই চলবে। এমনকি যে বা যারা নাবালকের সম্পত্তি জেনেশুনেও ক্রয় করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও যথারীতি মামলা করা চলবে।

প্রশ্ন-১১: আমার সৎ ভাইবোনেরা আমার পৈতৃক সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়েছে। আমি তখন ছোট ছিলাম তাই কিছুই করতে পারিনি। এখন আমি সব জানতে পেরেছি কিন্তু কি করব বুঝতে পারছি না। দয়া করে একটু বলুন আমি কীভাবে পৈতৃক সম্পত্তি ফেরত পাব?আবু আলমাস, যশোর

পরামর্শঃ যেহেতু সৎ ভাইবোনেরা ন্যায্য সম্পত্তি থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছে তাই আপনি দ্রুত আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি একজন দক্ষ সিভিল ল'ইয়ারের সহায়তা নিন। যারা আপনার সম্পত্তি আপনাকে না জানিয়ে বিশেষত যখন আপনি নাবালক তখন বিক্রি করে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সিভিল ও ক্রিমিন্যাল দুই ধরনের মামলাই চলবে। এমনকি যে বা যারা নাবালকের সম্পত্তি জেনেশুনেও ক্রয় করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও যথারীতি মামলা করা চলবে।

প্রশ্ন-১২: মুসলিম ছেলে ও হিন্দু মেয়ের মধ্যে প্রেম চলছিল। এক পর্যায়ে উভয়ে পালিয়ে গোপনে কাজীর কাছে বিয়ে করে। মেয়েটি ১৬ বছরের ও সনাতন ধর্মালম্বী । কাজী কি করে তাদের ১৭/ বিয়ের কাবিননামা করল? মেয়েটির শিক্ষিত হিন্দু সমাজ বলছে, মেয়েটিকে আর ঘরে ঢুকালে মেয়েটির পিতৃ পরিবারকে এক ঘরে করে দেবে অন্য দিকে মেয়েটির মা মেয়েটির জন্য কাঁদতে ! কাঁদতে মৃত্যু পথযাত্রী। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আইনে বা উপায়ে হিন্দু মেয়েটি পিতৃ জন ও স্বামী জন উভয় কূল ঠিক রাখতে পারে ?

পরামর্শঃ কাজীর কাবিন বাংলাদেশের মুসলিম নর নারীর বিবাহের প্রধান-শর্ত।মেয়েটি ধর্মান্তরের হলফনামা দিয়ে নওমূসলিমা হয়ে নতূন মুসলিম নাম দিয়ে, পিতা মাতার নাম ও ঠিকানা ঠিক রেখে/ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে স্বীকৃত ১৮ কাজীর কাছে কাবিন রেজিষ্ট্রি করতে পারেন । তবে নয়।

আজকাল আমাদের দেশে দ্বৈতধর্মীয় বিয়ে বা ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে অহরহ হচ্ছে । রাষ্ট্রীয় আইনে, সচেতন সমাজে ও ধর্মীয় মনোভাবে দ্বৈতধর্মীয় বিয়ে বা ধর্মান্তরিত বিয়ে অনায়াসে মেনে নিচ্ছে । এখানে মেয়েটি ধর্মের চেয়ে ভালবাসার মানুষকেই বেশী প্রধান্য দিয়েছে । তাদের প্রেম ও বিয়ে মেয়েটির পরিবারে স্বানন্দে মেনে নেওয়াই উচিৎ। এক্ষেত্রে মেয়েটি তার হবু স্বামী ও পিতৃপরিবারকে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট বা থানার অফিসার ইনচার্জ অথবা উপযুক্ত জনপ্রতিনিধির কাছে 'সামাজিক বৈষম্যতা দূরীকরণের' আবেদন করতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি ঐ সমাজের সর্বস্তরের লোকজনকে নিয়ে সচেতনতা মূলক বৈঠক করলে, সমস্যাটা সমাধান হতে পারে ।
মানবতা ধর্মের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। একদিকে মেয়েটির জন্মদাত্রী মা, অন্যদিকে ভালবাসার মানুষ স্বামী । কোন ধর্মই এতে বাধাঁ হয়ে দাঁড়ায় না ।
এখন মেয়েটির স্বামীসংসার-, নব ধর্ম ও বিয়ের বন্ধঁন ঠিক রেখে, নিজের মাবা-বা, ভাই বোন সহ-পিতৃ পরিবারের, আত্মীয় স্বজন সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সবাই স্বাদন্দে মেনে-নেওয়াই উচিত হবে॥

প্রশ্ন-১৩: প্রেম করে বিয়ে করি। আমরা দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক। আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা কিছুদিন আগে জানাজানি হয়। একপর্যায়ে ওর বাবা ওকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক কাজী অফিসে নিয়ে তালাকনামায় সই করান। কয়েক মাস হয়ে গেল তালাকনামায় সই করিয়েছেন; কিন্তু এর মধ্যে আমার কাছে কোনো তালাকের নোটিশ বা তালাকনামা বা অন্য কোনো কাগজ পাঠাননি। আমার জিজ্ঞাসা, এতে কি তালাক কার্যকর হয়েছে? হয়ে থাকলে কাবিননামায় উল্লিখিত দেনমোহর কি আমাকে পরিশোধ করতে হবে?

পরামর্শঃ তথ্য অনুযায়ী আপনাদের তালাক কার্যকর হয়নি। সুতরাং আপনাদের বিয়ে এখনো বৈধ আছে। এখানে আরো উল্লেখ্য, তালাকের সঙ্গে দেনমোহরের কোনো সম্পর্ক নেই। দেনমোহর হচ্ছে স্বামীর কাছে স্ত্রীর একধরনের পাওনা এবং তা চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য।

প্রশ্ন-১৪: পারিবারিক সম্মতিতেই ২০০৮ সালে আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের দুই মাস পর বুঝতে পারলাম, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর স্বামী বিদেশ থাকেন। আমাদের বিয়ের তিন মাস পর আমার শ্বশুর এবং চার মাস পর আমার বাবা মারা যান। ফলে তাঁরা আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন। এর মধ্যে আমার স্বামী আমাকে বাপের বাড়িতে রেখে চলে যান। এখন তিনি ভাবিকে দিয়ে আমাকে চাপ দিচ্ছেন, যেন আমিই তাঁকে তালাক দিয়ে দিই। আমাদের বিয়েতে কাবিন হয়েছিল চার লাখ টাকা। তাই তিনি চাচ্ছেন, যাতে আমিই তাঁকে তালাক দিয়ে দিই। ছয় মাস ধরে তিনি আমার কোনো খরচ বহন করেন না। এ অবস্থায় আমি কিভাবে আইনের সাহায্য নিতে পারি।

পরামর্শঃ কাবিননামার অর্থ বা দেনমোহর স্ত্রীর কাছে স্বামীর একধরনের ঋণ। এ ঋণ চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য। সুতরাং আপনার স্বামী বা আপনি যে পক্ষই তালাক দেন না কেন, কাবিননামার চার লাখ টাকা আপনার স্বামী আপনাকে দিতে বাধ্য। ভরণপোষণের জন্য আপনি মুসলিম পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারেন।

প্রশ্ন-১৫: বিয়ের কাবিন না থাকলে বিয়ে বৈধ হয়? আর কেউ যদি কোর্টম্যারেজ করে, তাহলে কাবিন না করলে চলে?'

পরামর্শঃ কোনো বিয়েতে কাবিন ও রেজিস্ট্রি করা না থাকলে ওই বিয়ের আইনগত প্রক্রিয়া হয় না। তবে বিয়েটি বৈধ হিসেবেই গণ্য হবে, যদি স্বামী ও মূল্য বিয়ের কোনো বলতে কোর্টম্যারেজ করেন। দাবি বলে বৈধ নিজেদের স্ত্রী-কোর্টম্য নেই। গুরুত্বারেজ বলতেও কিছু নেই আইনে। এটি একটি প্রচলিত শব্দ। ছেলেমেয়ে কোনো হলফনামার মাধ্যমে নোটারি পাবলিক কিংবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বামী তবে হয়। দেওয়া স্বীকৃতি হিসেবে স্ত্রী-হয় না ঝামেলা রকম কোনো যাতে সময়ে পরবর্তী বাধ্যতামূলক। করা রেজিস্ট্রি ও কাবিন, তাই হলফনামাটি আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন-১৬: আমার স্ত্রী বিদেশে অবস্থান করছে, আমি এ দেশে । নানা কারণে আমার প্রবাসী স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই । কি ভাবে দেব ?

পরামর্শঃ আপনি আপনার বিয়ের কাবিন নামা ও ২ কপি ছবিসহ স্বশরীরে জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে গিয়ে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে 'স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি তালাকের হলফ নামা' সম্পাদন করে, ঐ হলফনামার সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করে তালাক কার্যকরের ৪ টি পৃথক নোটিশ আপনার স্ত্রীর স্থায়ী ও বর্তমান (বিদেশ) ঠিকানায়, আপনার নিকাহ রেজিষ্টার (কাজী)এবং আপনার স্ত্রীর স্থায়ী ঠিকানার ইউপি চেয়ারম্যান বা পৌর মেয়র বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করুন । এর পরে সংশ্লিষ্ট কাজী বা ইউপি চেয়ারম্যান বা পৌরমেয়র এর মাধ্যমে তালাক কার্যকর করুন । তবে আপনার স্ত্রীর যুগোপযুক্ত দেনমোহর ও খোরপোষ অনাদায় রাখা ঠিক হবে না

প্রশ্ন-১৭: ১৯৭৮ সালে আমার বাবা প্রথম বিবাহ করেন। আমার প্রথম মা অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় ১৯৮৬ সালে সবার অনুমতিক্রমে বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথম মায়ের সন্তান হচ্ছে তিন ভাইবোন এবং দ্বিতীয় আমার মায়ের সন্তান হচ্ছে পাঁচ ভাইবোন। সবার বড় বোনের বয়স ৩২ বছর এবং সবচেয়ে ছোট বোনের বয়স ১৪ বছর। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি। তারপর আনুমানিক ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সালে পরিবারের এবং সমাজের অজান্তে আমার বাবা তৃতীয় বিবাহ করেন। এমনকি দুটি পাঁচ ও সাত বছরের ছেলেও আছে। সন্তান হওয়ার পর আমরা শুনতে পারলাম যে আমাদের বাবা বিবাহ করেছেন। এ অবস্থায় গত ১৬ এপ্রিল আমার বাবা মারা যান। বাবা বেঁচে থাকতে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। এখন তৃতীয় স্ত্রী অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?

পরামর্শঃ আপনার বাবার সত্যিই যদি তৃতীয় স্ত্রী থাকে এবং তার প্রমাণপত্র থাকে, তাহলে তাঁরও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে। এবং তাঁর ছেলেদেরও অধিকার রয়েছে। ইসলামী ফরায়েজ আইন অনুযায়ী তারাও আপনার বাবার সম্পত্তির ভাগ পাবে। তবে এ জন্য হুমকি-ধমকি দিলে, তা অপরাধ। এ জন্য আপনারা ফৌজদারি আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন। আপাতত থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি বা জিডি করে রাখতে পারেন।

প্রশ্ন-১৮: আইনে ত্যাজ্যপুত্র/কন্যা বলতে কি বুঝ?

পরামর্শঃ ত্যাজ্য পুত্র বা কন্যা বলতে কোন আইনগত বিধান নেই, তবে পিতা মাতা ইচ্ছা করলে তার সমস্ত সম্পত্তি সাফ কবলা রেজিঃ বা দান ইত্যাদি করে, অপর সন্তানকে বঞ্চিত করতে পারেন। লিখিত রেজিস্ট্রিকৃত না হলে ত্যাজ্যপুত্র বা ত্যাজ্য কন্যা বললেই বা ঘোষণা করলেই সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবেনা বা সম্পর্ক ছিন্ন হবেনা।

প্রশ্ন-১৯: কিছু জমি আমাদের কাছে বিক্রি করেছেন একজন। এখন ওই লোকের ছেলেদের কাছ থেকে আমার এক প্রতিপক্ষ দলিল করে নামজারি করে ফেলছে কিছুদিন আগে। আমাদের ওই প্রতিপক্ষ দখলের চেষ্টা করলে আমরা দেওয়ানি মামলা করি এবং আদালত জায়গা স্থিতাবস্থা জারিসহ সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন। এখন তাঁরা আমাদের মামলার কোনো জবাব না দিয়ে ছয় মাস পর আমার মূল দলিল জাল বলে একটি নতুন মামলা করেছেন। এখন আমরা তাঁদের ওই নতুন মামলা কীভাবে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব। আমাদের মামলাসহ তাঁদের এ মিথ্যা মামলা কীভাবে পদক্ষেপ নিলে ভালো হয়? রুপা মিয়া,

পরামর্শঃ আপনাদের দায়ের করা মামলার জবাব না দিলে মামলাটি একতরফা শুনানিতে যাবে। মামলাটি একতরফা শুনানির জন্য আবেদন করুন আইনজীবীর মাধ্যমে। একতরফা শুনানিতে আইনজীবীর মাধ্যমে আপনাদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন। যে মামলাটি আপনাদের বিরুদ্ধে করেছে, তার জবাব দিয়ে আপনারা মামলায় লড়ুন। মামলার শুনানিতে আপনাদের দায়ের করা মামলার প্রসঙ্গ আদালতে উপস্থাপন করুন।

প্রশ্ন-২০: আমার বাপ-চাচারা ৭ ভাই। দাদার মৃত্যুর পর তারা ৭ জনে পৈত্রিক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে যার অংশ ভোগদখল শুরু করেন। আমার বাবার ভাগের জমির উপর প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে বাবা একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি তৈরী করেন। যদি বাপ-চাচাদের জমি ভাগাভাগি বিষয়ে লিখিত কোন কাগজ হয়নি এবং বাবার কাছে জমির কোন কাগজপত্রও নেই। জমির সব দলিলপত্র এক চাচার কাছে। এখন চাচারা বলছেন, তারা নাকি বাবার তৈরী বাড়ির অংশ পাবে । আমার প্রশ্ন হল, যেহেতু বাপ-চাচাদের পৈত্রিক জমি ভাগাভাগির কোন কাগজ হয়নি, সেহেতু চাচারা কি আইনী কোন ভাবে বাবার তৈরী বাড়ির অংশ পাবে ?

পরামর্শঃ আপনার বাপ-চাচাদের পৈত্রিক জমি ভাগ-বাটোয়ারার কোন দলিলপত্র না করেও আপনার পৈত্রিক যে কোন প্রাপ্য অংশেই বাড়ীটা নিমার্ণ করুক না কেন, আপনার চাচারা কিছুতেই বাড়ীর বা ঐ জমির ভাগ পাবে না। আপনার দাদার জমির সব দলিলপত্র আপনার এক চাচার কাছে আছে তো কী হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস বা রেকর্ড রুম থেকে আপনার দাদার যাবতীয় জমির দলিল-খতিয়ান সংগ্রহ করে নিন। একজন সনদধারী দলিল লেখক বা সিভিল আইনজীবীর মাধ্যমে আপনার দাদার সম্পত্তির দলিল-খতিয়ান পর্যালোচনা করে আপনার বাবার প্রাপ্য অংশটা তৈরীকৃত বাড়ী স্থিত জমি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে আপনার বাবার নামে সৃজিত বিএস/নামজারী খতিয়ান করে নিন।

প্রশ্ন-২১: দেনমোহর নির্ধারন করা হবে কিসের ভিত্তিতে? আমদের দেশে দেনমোহরের ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলে পক্ষ এটাকে কম রাখার চেষ্টা করে আর মেয়ে পক্ষ বাড়ানোর চেষ্টা করে। এটাকে আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয়না। আর ইসলামে এর সঠিক নির্দেশনা থাকা উচিৎ। আর আমি সেটা জানতে আগ্রহী। দেনমোহর কখন পরিশোধ করাতে হয়? উসুল সম্পর্কেও জানতে চাই।

পরামর্শঃ দেনমোহর নির্ধারণ হয় দু'পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত আছে; সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নেই। এই যে 'দু পক্ষের আলোচনা' -এরও একটা ভিত্তি থাকে। তা হলো, পরিবারের সমপর্যায়ের অন্যান্য মহিলাদের দেনমোহর -যেমন, চাচী, ফুফু, খালা, বোন ইত্যাদি। রূপে, গুণে তারা যদি সমান হয়, তাহলে তাদের দেনমোহরের সাথে মিল রেখে একটা অঙ্ক নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ইসলাম দেনমোহরের বিধান দিয়েছে নারীর জীবনের সিকিউরিটির জন্য। কোনো কারণে দাম্পত্য বন্ধন ভেঙে গেলে যেন তাকে পথে বসতে না হয় -সে জন্যই এ ব্যবস্থা। দেনমোহর নারীর অধিকার। এ থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না। এ জন্যই বিবাহে কেউ যদি দেনমোহর নির্ধারণ নাও করে, কিংবা, এরকম বলে যে, 'এ বিবাহে কোনো দেনমোহর থাকবে না' -তবু তাতে দেনমোহর দিতে হয়।

প্রশ্ন-২২: আমার বাপ-চাচারা আট ভাইবোন। আমার দাদার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি তিনি জীবিত থাকাকালেসন্তানদের নামে একই দলিলে (অংশ উল্লেখ না করে) দলিল করে দেন। এখন আমার দাদা, বাবা ওএকমাত্র ফুপু জীবিত নেই। দাদা মারা যাওয়ার তিন-চার বছর আগেই আমার বাবা মারা যান। এঅবস্থায় আমার চাচারা এবং বাবার সন্তান হিসেবে আমরা দুই ভাই দাদার দলিল করা সম্পত্তিগুলো যারযার সুবিধামতো ভোগ করে আসছি। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার আগে তিনি তাঁর নিজের নামে যেসবসম্পত্তি কিনেছিলেন এবং অংশীদার হিসেবে বাবা সম্পত্তির যে অংশ পাবেন, আমার চাচারা সেসবসম্পত্তির দুই আনা অংশ দাবি করছেন। এ অবস্থায় আমরা দুই ভাই (বোন নেই) ও মা-ই সব সম্পত্তির মালিক, না চাচারাও এর কোনো অংশপাবেন?

পরামর্শঃ বাবার উত্তরাধিকারী হিসেবে এজমালি সম্পত্তিতে আপনারা সবাই অংশীদার। আপনার বাবার নিজস্বসম্পত্তিতে আপনারা দুই ভাই এবং আপনার মা অংশীদার হবেন। সেখানে আপনার চাচাদের কোনোঅধিকার নেই। সুতরাং আপনার চাচাদের দুই আনা সম্পত্তির দাবি ভিত্তিহীন। উল্লেখ্য, আপনার মাআপনার বাবার সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগের অংশীদার।

প্রশ্ন-২৩: এক বছর আগে রাজশাহীতে আমার ফুফুর বাড়ি বেড়াতে যাই। সেখানে গিয়ে একটি মেয়েকে আমার খুব ভালো লেগে যায়। সেও আমাকে পছন্দ করে। আমাদের সম্পর্ক চলতে থাকে। গত জানুয়ারিতে আমার ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে জানতে পারি, সে আমার দাদির বোনের মেয়ে। এখন খুব চিন্তায় আছি। আমার প্রশ্ন, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি?

পরামর্শঃ মুসলিম আইনে রক্তের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দাদির বোনের মেয়ে এ ধরনের সম্পর্কের মধ্যে পড়েন না। সুতরাং মেয়েটিকে বিয়ে করতে আপনার কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন-২৪: আমার বাবার জমি উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার পূর্ব পাশে। তার পূর্ব পাশে বাবা আমার নামে ৩৩ শতাংশ জমি ক্রয় করেন আমার এক চাচার কাছ থেকে। একই দাগে আরো জমি থাকায় আরেক চাচাতো বোন ১৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেন, যা আমার জমির পূর্ব পাশে। চাচাতো বোন কেনা জমি রেজিস্ট্রি করার সময় পশ্চিম পাশ উল্লেখ করেন। এতে দেখা যায় প্রথমে আমার বাবার পৈতৃক সম্পত্তি, তারপর তাদের সম্পত্তি, এরপর আমার সম্পত্তি। তখন আমার বাবা তাদের জায়গার বিপরীতে টাকা আমানত করেন। কারণ, চাচাতো বোন তখনো ওয়ারিশ হননি। ওই জায়গাটি আমাদের দখলে ছিল, কিন্তু এলাকার কিছু প্রভাবশালী লোক তাঁদের জায়গা দখল করে নিয়ে ঘর তুলে দেন। সে সময় ডিসেম্বর মাসে জজ কোর্ট বন্ধ থাকায় আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমানতি নোটিশ থানায় দেখানো হলেও কোনো সাহায্য পাইনি। আমার বাবার একমাত্র ছেলে আমি। আমাকে এবং আমার বাবাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে আমানতি টাকা তুলে নেওয়ার জন্য। এখন আমার করণীয় কী এবং ওই জায়গা কি কখনো আমরা ফিরে পাব?

পরামর্শঃ আপনাকে আপনার ক্রয়কৃত (৩৩ শতক) ভূমি থেকে বা বন্ধকি নেওয়া সম্পত্তি থেকে বেদখল করা হয়েছে কি না, সে ব্যাপারটি চিঠিতে পরিষ্কার নয়। আপনাকে যদি আপনার ক্রয় করা সম্পত্তি থেকে বেদখল করা হয়ে থাকে তার জন্য আপনি দখল পুনরুদ্ধারের মামলা করতে পারেন। বন্ধকি নেওয়া বা আমানত নেওয়া সম্পত্তি রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে কি না তাও চিঠি পড়ে বোধগম্য নয়। যদি এ রকম আমানতের ক্ষেত্রে চুক্তি থাকে, এর জন্য চুক্তি প্রবলের বা আপনার শর্ত আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন-২৫: কেউ যদি সন্তানকে ত্যাজ্য করে তাহলে এই সন্তান কি সম্পত্তি পাবে ?

পরামর্শঃ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কোন সন্তানকে ত্যাজ্য করা যায় না। ফলে সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিতও করা যায় না। তবে কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রিকৃতভাবে সম্পত্তি দান বা হস্তান্তর করে গেলে এবং সন্তানকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে সন্তানের অংশ উল্লেখ না করে গেলে ঐ সন্তান সম্পত্তি পাবে না।

প্রশ্ন-২৬: আমার বোনের সন্তান ছিল না, আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে একটি মেয়েশিশু দত্তক নেওয়ার কয়েক বছর পর তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। দত্তক নেওয়া মেয়েটিকে তিনি নিজের মেয়ের মতো আদর, ভালোবাসা ও অধিকার দিয়ে বড় করেছেন। ধুমধামকরে পালিত মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন এবং তার দুই মেয়ে হয়েছে। বোন সরকারি চাকরিকরেন, আর পাঁচ-ছয় বছর পর অবসরে যাবেন। তিনি চান, তাঁর সব অর্থ, সম্পদ দুইমেয়ের মধ্যে সমানভাবে দিয়ে যেতে, যাতে তাঁর অবর্তমানে পালিত মেয়ে কোনো অংশথেকে বঞ্চিত না হয়। তাঁর পুত্রসন্তান নেই। এ জন্য কী করতে হবে?

পরামর্শঃ মুসলিম ধর্মে পালক বা দত্তক নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং ওই সম্পত্তিতে পালক সন্তানের কোনো অধিকারের প্রশ্নই ওঠে না। তবে আপনার বোন তাঁর জীবদ্দশায়তাঁর সম্পত্তি সমান অংশে দুই মেয়েকে দান করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ভাইয়েরা ওইসম্পত্তির দাবিদার হবেন না।

প্রশ্ন-২৭: আমার বাবারা ৩ ভাই। ১৫ বছর আগে এক হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে ১১৫ শতক জমি ক্রয় করে যা ৩ ভাই এর নামেই দলিল করা হয়, কিন্তু সেই দলিল করার সময় ৮০ শতক জমির দাগ নম্বর ভুল লিখা হয়েছিল, জমির মালিকরা জমি বিক্রি করে সেই সময় ইন্ডিয়া চলে যায়, ৫ বছর অগে আমার মেজো চাচা জমির আগের মালিকদের ইন্ডিয়া থেকে নিজ খরচ এ বাংলাদেশে এনে নতুন করে দলিল করেন এবং ৮০ শতক জমিই তার নামে দলিল করে নেন । আমার বাবারা এখন ও একত্র আছে, তাই এই বিষয় নিয়ে তাদের মাঝে শুধু তর্ক বিতর্ক হয় কিন্তু কোন সমাধান হয় না, যদি পারিবারিক ভাবে সমাধান না হয় তবে কি আইন গত ভাবে কোন সমাধান আছে কি?

পরামর্শঃ দাগ সংক্রান্ত ভুল সমাধানের জন্য জমি দলিল করার ৩ বছরের মধ্যে দাগ সংশোধনের জন্য দেওয়ানী আদালতে মামলা করতে হয়। সে হিসেবে আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আরো ভালভাবে জানতে একজন সিভিল লইয়ারের সাথে পরামর্শ করুন। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন-২৮: প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমার স্বামী আমাকে বিয়ে করেন। তাঁর আগের ঘরে তিন ছেলে ও এক মেয়ে আছে। বর্তমানে আমাদের দেড় বছর বয়সের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। আমার স্বামী তাঁর পাঁচ ছেলেমেয়েকে খুব ভালোবাসেন। আমার বিয়ের আগেই তাঁর একটি কম্পানির ১০০ শেয়ারের মালিক তিনি এবং বাকি ১০০ শেয়ার তাঁর আগের চার ছেলেমেয়ের নামে। স্বামীর অবর্তমানে আমার সন্তান ও আমি কি শেয়ারের অংশ পাব? আমার স্বামী তাঁর সম্পত্তি কোনো সন্তানের নামে লিখে দেননি। আমার কাছে তাঁর সম্পত্তির কোনো কাগজপত্র নেই। তাঁর অবর্তমানে আমার মেয়ে ও আমি কি সম্পত্তি পাব? স্বামীর অবর্তমানে আমি কি আমার দেনমোহর পাব, নাকি শুধু জীবিত অবস্থায় দেনমোহর পাওয়ার অধিকার থাকে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা

পরামর্শঃ আপনার স্বামীর অবর্তমানে আপনি ও আপনার কন্যাসন্তান মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী আপনাদের অংশ পাবেন। এ ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানরা পুত্রসন্তানের অর্ধেক পরিমাণ অংশের অধিকারী। মুসলিম আইনে দেনমোহর এক ধরনের দেনা। এই দেনা জীবিত অথবা মৃত্যুর পরও পরিশোধযোগ্য। আপনার স্বামী জীবিত থাকাকালে আপনার দেনমোহর পরিশোধ না করলে তাঁর অবর্তমানে তাঁর অন্য উত্তরাধিকারী দেনমোহরের অর্থ পরিশোধের পর পৃথকভাবে নিজ নিজ অংশের অধিকারী হবেন।

প্রশ্ন-২৯: হিন্দু মতে বিবাহের জন্য রেজিস্ট্রি (Registry) করা কি অবশ্যই প্রয়োজন?
পরামর্শঃ না, রেজিস্ট্রি না হলেও বিবাহ অসিদ্ধ হয় না। তবে রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে থাকলে পরে অনেক ক্ষেত্রে তা কাজে লাগে। যেমন, ভারতবর্ষের বাইরে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের দরকার হয়। হিন্দুমতে বিবাহটি রেজিস্ট্রি করার উদ্দেশ্য হল, হিন্দুমতে যে বিবাহটা হয়েছে - তা পরে প্রমাণ করার জন্য নথিভুক্ত করা।

প্রশ্ন-৩০: আমাদের বাসার পাশের প্রভাবশালী পরিবার নতুন বিল্ডিং করতেছে। সে বিল্ডিং এমন ভাবে তৈরী করছে যে, ঐ বিল্ডিং-এর ভিতরে আমাদের দলিল/খতিয়ানভূক্ত কিছু জমিও ঢুকে পড়েছে এবং তাদের বিল্ডিং ও আমাদের বাসার মাঝখানে মাত্র ২ ইঞ্চি ফাঁকা আছে । এতে আমাদের ভিটে বাড়ির নানা অসুবিধা ছাড়াও আমরা স্বত্ব হারাচ্ছি । তারা ১০ তলার নকশায় বিল্ডিং তৈরী করলেও সবাইকে ৫ তালা বলে বেড়াচ্ছে। আমরা সীমানা ও স্বত্বের কথা বললেই তারা খেড়ে আসে ! এখন আমাদের করণীয় কী ?

পরামর্শঃ এধরণের ঘটনায় মামলা-মোকাদ্দমায় না জড়ানোই শ্রেয়। আপনারা স্থানীয়ভাবে শালিস-বিচার দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করুন। যত প্রভাবশালীই হোক আইন-আদালত বা শালিস-বিচারের উর্ধ্বে হতে পারে না। আপনারা থানায় বা কোন জনপ্রতিনিধিকে অভিযোগ করেও বিষয়টি মীমাংশা করে নিতে পারেন । অনন্যোপায় হলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে আলাপ করে উপযুক্ত আদালতে মামলা করুন । আপনার কাগজপত্র ও ঘটনা পর্যালোচনায় তিনি (আইনজীবী) বলতে পারবেন কোন্ আদালতের আশ্রয়ে আপনারা দ্রুত (বিল্ডিং তৈরীর আগে হলে ভালো হয়) বিদ্যমান সমস্যার সমাধান পেতে পারেন ।

প্রশ্ন-৩১: আমার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমির কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী জমির মালিক জোর পূর্বক দখল করে আছে । ঐ দখলদার লোকটার কোন দলিলপত্র নাই এবং আমার সমস্ত দলিল/খতিয়ান চূড়ান্ত আছে। এখন আমি কিভাবে আমার ঐ জমি দখলমুক্ত করে নিতে পারব ? পরামর্শ দিলে উপকৃত হব ।

পরামর্শঃ আপনি জমির সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে নিজে অথবা একজন আইনজীবীর মাধ্যমে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে 'ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে বর্ণিত জমিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করার আবেদন (মামলা)' অথবা দেওয়ানী আদালতে উচ্ছেদ মামলা করে প্রতিকার পেতে পারেন ।

প্রশ্ন-৩২: আড়াই বছর আগে পারিবারিকভাবে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই আমার স্বামী আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করত। নির্যাতন সইতে না পেরে ছয় মাসের অন্তঃসত্বা অবস্থায় আমি আমার মায়ের কাছে চলে আসি এবং থানায় একটি জিডি করি। এর তিন মাস পর আমার একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। আমার স্বামী সন্তান এবং আমার কোনো খোঁজখবর নিত না এবং কোনো খরচ দিত না। আমার মেয়ের যখন পাঁচ মাস বয়স, তখন পারিবারিক আদালতে একটি দেনমোহর আদায় ও ভরণপোষণের মামলা করি। এর কিছু দিন পর স্বামীর দেওয়া একটি তালাকের নোটিশ পাই। মামলার শুনানির সময় আমার মেয়ের বিয়ের আগ পর্যন্ত খরচ দাবি করে একটি আবেদন আরজির সঙ্গে সংযুক্ত করি। কিন্তু আমার স্বামী এই আবেদনের ওপর আপত্তি জানিয়ে বলে যে বাচ্চার ডিএনএ পরীক্ষা করা হোক। ডিএনএ পরীক্ষার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ, আমার বাচ্চার জন্মের ব্যাপারে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। আমি শুনেছি, ডিএনএ পরীক্ষা করতে অনেক টাকা লাগে। কিন্তু এখন আমার প্রশ্ন হলো, ডিএনএ পরীক্ষার খরচ কি আমাকেই বহন করতে হবে? আমি আমার সন্তান নিয়ে অনেক কষ্টে দিন যাপন করছি। আমি কী করে এ খরচ বহন করব?

পরামর্শঃ উল্লিখিত মামলায় আপনার স্বামী বিবাদী হয়ে ডিএনএ পরীক্ষার দাবি জানাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার স্বামীকেই ডিএনএ পরীক্ষার খরচ বহন করতে হবে। আমার জানা মতে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ডিএনএ পরীক্ষার একটি বিভাগ আছে। সেখানে স্বল্প ব্যয়ে ডিএনএ পরীক্ষা সম্ভব।

প্রশ্ন-৩৩: আমি এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। আমার বয়স ১৭ বছর। একটি ছেলেকে খুব ভালো বাসতাম।কিন্তু তা সে বিশ্বাস করতে চাইত না। সে বলত, ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে। সে আমাকে একটিদলিলের মতো কাগজ দেয়। ওই কাগজে আমার ও তার জীবনবৃত্তান্ত লেখা ছিল। আমার বয়স লেখা ছিল১৯, ওর বয়স ২৬ (ওর প্রকৃত বয়স ৩০)। আরো লেখা ছিল, আমরা পাঁচ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হিসেবেবসবাস করে আসছি। কেউ যদি পরবর্তী সময়ে কিছু বলে, তবে সেটা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। সবশেষেদুজনের সই। তবে সে আমাকে বলেছে, 'এটা শুধু কাগজ, যা তুমি চাইলেই ফেরত পাবে। তুমি রাজিথাকলে আমাদের সামাজিকভাবে বিয়ে হবে, নতুবা নয়।' কিন্তু এখন কোনো এক বিশেষ কারণে তারসঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই; এমনকি তাকে বিয়ে করাও সম্ভব নয়। একদিন ফোন করে তার কাছে ওইকাগজটা চাইলাম, সে তা দিতে অসম্মতি জানাল। বলল, আমি নাকি তার বিবাহিত স্ত্রী। আমার প্রশ্ন,এই কাগজে সই করার মাধ্যমে কি সত্যিই আমাদের বিয়ে হয়েছে? ভবিষ্যতে ওই কাগজ দিয়ে কি সেআমাকে কোনো আইনি জটিলতায় ফেলতে পারবে?

পরামর্শঃ শিক্ষাগত সার্টিফিকেটে প্রদত্ত জন্মতারিখ অনুযায়ী আপনার বয়স ১৭ বছর হলে আপনি এখনোনাবালিকা। সুতরাং আইনগতভাবে ছেলেটি আপনাকে কোনো সমস্যায় ফেলতে পারবে না। তবেভবিষ্যতে এ ধরনের কাগজে সই করার ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। কারণ, এ ধরনের কাগজবা দলিল প্রকাশ পেলে সমাজে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে; তবে আপনি থানায় একটিসাধারণ ডায়েরি করে রাখতে পারেন।

প্রশ্ন-৩৪: আদনান তার বাবার একমাত্র সন্তান। আদনানের ৪ বছর বয়সের সময় তার বাবা মারা যায়। আদনান ক্লাস টেন থেকে তার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দেখাশোনা করছে। সে এখন পূর্ণ যুবক। তার বাবার নামে কতটুকু জমি, তার হিসাব সে জানে না। তার আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে বলেছে, সে যতটুকু জমি ভোগ করছে, তার বাবার জমির পরিমাণ নাকি তার চেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত, তার বাবাকে তাঁর নানা জমি লিখে দিয়েছিলেন। জমি লিখে দেওয়ার কয়েক বছর পর আদনানদের বাড়িতে আগুন লেগে সব দলিলপত্র পুড়ে যায়।
প্রশ্ন হলো, আদনান কীভাবে তার বাবার জমির পরিমাণ জানবে? দলিলই বা কীভাবে ফেরত পাবে?

পরামর্শঃ সাধারণত জমির পরিমাণ নির্ধারিত হয় দলিলের মাধ্যমে অথবা দখলের মাধ্যমে। যে পরিমাণ সম্পত্তি আদনানের দখলে আছে, তা দিয়ে আদনানের বাবার সম্পত্তির পরিমাপ করতে পারে। আদনানের বাবা যদি রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সাবরেজিস্ট্রার অফিস থেকে দলিল সংগ্রহ করে জমির সঠিক পরিমাণ জানতে পারবে।

প্রশ্ন-৩৫: স্বামী ও স্ত্রীর যদি শিশু সন্তান এবং সাবালক সন্তান থাকে , সেক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সন্তানরা কার কাছে থাকবে?

পরামর্শঃ বাচ্চারা বাবা অথবা মা - যে-কোনও একজনের কাছে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে দু-পক্ষের মধ্যে যদি মতান্তর হয়, তাহলে আদালত এই ব্যাপারে রায় দেবে। আইনের বিধানে সাধারণত ছয় বছর পর্যন্ত বাচ্চারা মায়ের কাছে থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বাবাকেও দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষ বলতে মায়ের পুনর্বিবাহ-ঘটিত সমস্যা বা তাঁর চরিত্রহীনতা, অথবা মাতৃগৃহের পরিবেশ শিশুদের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়া, ইত্যাদি, বোঝাচ্ছে।

প্রশ্ন-৩৬: আমি দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ি। মেজো দুলাভাই বিদেশে থাকেন। ছয় মাস আগে তিনি আমাকে স্বামীসহ বিদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তখন আমি অবিবাহিত ছিলাম। তারপর আমার বড় বোনের দূর-সম্পর্কের এক দেবরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়। আমাদেরপরিবারের সম্মতিতে একটি নকল কাবিননামা তৈরি করা হয়, যা বিদেশে কাগজপত্র পাঠানোর জন্য দরকার ছিল। কাবিনে শুধু আমার সই ছিল। ছেলেদের পরিবারের সঙ্গেকথা ছিল দুজন বিদেশে যেতে পারলে বিয়ে হবে, অন্যথায় বিয়ে হবে না। আমরা ভিসাপাইনি। কিন্তু এই সময়ে আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখন পরিবার থেকেবলছে, আমি যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখি। কিন্তু আমরা বিয়ে করে সংসার করতেচাই। আমার প্রশ্ন, আমাদের আগের কাবিননামা কি গ্রহণযোগ্য?

পরামর্শঃ মুসলিম আইন অনুযায়ী, দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ, দুজন মহিলা সাক্ষীর শ্রুতি ও উপস্থিতিতে একপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাব পেশ ও অপর পক্ষ কর্তৃক তা গ্রহণের মাধ্যমে একটিবৈধ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ‘প্রস্তাব’ ও ‘গ্রহণ’ না থাকলে বিবাহ বৈধ হবেনা। সুতরাং নকল কাবিননামা দিয়ে আপনাদের কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আপনারা পারিবারিক সম্মতিতে যথানিয়মে বিয়ে করতে পারেন।

প্রশ্ন-৩৭: আইনজীবী নিয়োগ না করে আসামী নিজে জামিনের আবেন করতে পারে কী না ? কি ভাবে করা যাবে ?

পরামর্শঃ আদালতে আইনজীবী নিয়োগ না করে আসামী নিজেই নিজের জামিনের আবেদন করতে এবং বিজ্ঞ বিচারকের কাছে নিজের জামিনের স্বপক্ষে যথাযুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন। তবে সকল ক্ষেত্রে সকল আসামীর জন্য উহা নজির হইতে পারে না (32 CR.LJ 1272/AIR 1931 All.356)। জামিনের আবেদনপত্রে আদালত বা বিচারকের নাম,মামলার নং-ধারা ও জামিনের যুক্তিকতা লিখে তথায় ১০ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আদালতে দাখিল করতে হয়।

প্রশ্ন-৩৮: আমার বাবা কিছু জমি কিনে সেইখানে কেয়ারটেকারে মত একজনকে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেয় । ঐ লোকটা দীর্ঘ ১০ বছর ধরে স্বপরিবারে বাবার জমিতে থেকে জমি দেখাশোনা করছে। এখন লোকটা অনেকের কাছে ঐ জমি তার নিজের বলে দাবী করছে। আমরা লোকটাকে বাবার জমি ছেড়ে চলে যেতে বললে, সে মোটা অংকের টাকা দাবী করছে । মোটা অংকের টাকা ছাড়া লোকটা বাবার জমির দখল ছেড়ে দিচ্ছে না। আইনী ব্যবস্থা কী নিতে পারি ?

পরামর্শঃ আপনারা জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ঐ লোকটার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের অথবা থানা/কোর্টে চাদাঁবাজি মামলা করতে পারেন। উচ্ছেদ মামলায় সময়ক্ষেপন হতে পারে । তবে স্থানীয় সালিশ-বিচারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারলে ভাল হয়।

প্রশ্ন-৩৯: কেউ যদি আমাকে মোবাইলে বিরক্ত করে তবে কি ভাবে তার প্রতিকার পেতে পারি

উত্তরঃ কেউ যদি আপনাকে উত্যক্ত করে, আপনি BTRC তে ফোন করে কমপ্লেইন করবেন।

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) Phone (PABX): +880 29611111 Email: btrc@btrc.gov.bd

টেলিযোগাযোগ আইনের ৭০ ধারায় বলা হয়েছে, বার বার টেলিফোন করে কাউকে বিরক্ত করা বা অসুবিধার সৃষ্টি করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রে অপরাধীকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়ারও বিধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৪০: এক ব্যক্তি তিন মেয়ে ও এক ছেলে রেখে মারা যান। তাঁর স্ত্রী আবার বিয়ে করেন। এরই মধ্যে তাঁর আগের পক্ষের ছেলেটি মারা যায় এবং দ্বিতীয় ঘরে এক ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। মৃত ব্যক্তি ও মৃত ছেলের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হয় তিন কন্যা ও স্ত্রী। দ্বিতীয় ঘরের ছেলে তার মায়ের সম্পত্তির অংশ পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথম ঘরের মৃত ভাইয়ের সম্পত্তিরও অংশ পাবে কি না? সেই ছেলেটি তার সৎবোনদের হয়রানি করছে এই বলে যে, ভাইটি তার জন্ম হওয়ার পর মারা গেছে। তাই তিনি তার ভাইয়ের সম্পত্তির অংশ পাবেন। নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পরামর্শঃ মৃত ছেলেটির অংশ তার মা ও বোনদের প্রাপ্য। মায়ের দ্বিতীয় ঘরের ছেলে সন্তান তার মায়ের সম্পত্তির অংশীদার হবে। সৎপিতার সম্পত্তিতে তার কোনো অধিকার নেই।

প্রশ্ন-৪১: আমার এক বোন বিদেশ প্রবাসে থাকে । সে তার বাংলাদেশে থাকা স্বামীকে নিয়মিত টাকা পাঠাতো । বোনের একটি বাচ্চাও আছে । সম্প্রতি আমার বোন তার স্বামীর কাছে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়ায়, স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় । এখন আমার বোন কী করতে পার ?

পরামর্শঃ আপনার বোন বিদেশ থেকে আইনী কোন সুযোগ নিতে পারবেন না। যদি দেশে থাকতেন, স্বামীর দেয়া তালাক কার্যকর হয়েছে কিনা দেখে তালাক কার্যকর হউক বা না হউক ফৌজদারী মামলা ছাড়াও পারিবারিক আদালতে দাম্পত্য জীবন পূণঃরুদ্ধারের মোকদ্দমা অথবা দেনমোহর-খোরপোষ আদায়ের মোকদ্দমা দায়ের করে যে কোন প্রতিকার পেতে পারতেন ।

প্রশ্ন-৪২: আমার দাদার আগেই আমার বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পরে দাদা আমরা ভাইবোনদের কিছু জমি রেজিষ্ট্রি দলিল মূলে লিখে দেন। এরপরে দাদাও মারা যান। দাদার অবশিষ্ট সম্পত্তি এখনও ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি।

এখন আমার প্রশ্ন হল, দাদা কর্তৃক অমরা ভাইবোনদের রেজিষ্ট্রি দেওয়া জমি ছাড়া অঅমরা ভাইবোনেরা পৈত্রিক ওয়ারিশী সম্পত্তি পাবো কিনা? পেলে কি ভাবে পেতে পারি?

পরামর্শঃ আপনার দাদা যে সম্পত্তি আপনারা ভাইবোনদের নামে দিয়ে গেছেন, ঐ সম্পত্তি ছাড়াও আপনারা ভাইবোনেরা পৈত্রিক ওয়ারিশী সম্পত্তির যথা অংশ অবশ্যই পাবেন। এখন আপনি ও আপনার ভাইবোনেরা দাদার দেওয়া ও পৈত্রিক যথা অংশ পাওনা যার যার অংশের জমি নিজ নিজ নামে নামজারী খতিয়ান সৃজন করে শান্তিপূর্ণ ভোগদখল করতে থাকুন।

প্রশ্ন-৪৩: জেনারেল ডায়েরী (জি.ডি) কি?

পরামর্শঃ জেনারেল ডায়েরী হলো অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটনের আশঙ্কাজনিত বিবরণ। আপনি যদি আশংকা করেন যে,কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে বা আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ক্ষেত্রে আপনি আইনের সহায়তা চান,তাহলে উক্ত আশংকার বিবরন দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য থানায় দরখাস্ত দেয়াকেই জেনারেল ডায়েরী বা সাধারণ ডায়েরী (জিডি) করা বলে।

প্রশ্ন-৪৪: এজাহার কি?

পরামর্শঃ অপরাধ সম্পর্ক থানায় প্রথম যে সংবাদ দেয়া হয় সেটাই এজাহার বা এফআইআর (ফার্ষ্ট ইনফরমেশন রির্পোট)। এজাহার বা এফআইআর হচ্ছে ঘটনার লিখিত প্রথম বিবরণ। এর ওপর ভিত্তি করেই তদন্ত কাজ শুরু হয়।

প্রশ্ন-৪৫: আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর। বর্তমানে আমার স্বামী প্রায় নয় মাস ধরে আমার কোনো খোঁজ-খবর নিচ্ছে না, ভরণ-পোষণও দিচ্ছে না। ফোন দিলে রিসিভ করে না, করলেও গালাগাল করে, উত্তপ্ত কথা বলে। এ অবস্থায় আমি কী করব?

পরামর্শঃ যেহেতু বিয়ে হয়েছে, অবশ্যই স্বামীকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে হবে। স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বামীর। আপনি অথবা যার কথা শুনবে পরিবারের এমন কারও মাধ্যমে আপনার স্বামীকে বোঝাতে পারেন। এই পন্থা হবে বিরোধবিহীন সর্বোত্তম। এতে কাজ না হলে আইনগতভাবেও ব্যবস্থা নিতে পারেন।

প্রশ্ন-৪৬: নির্দোষ প্রমান করার মত প্রমান না থাকলে কি নির্দোষ ব্যাক্তিও অপরাধী হয়ে যাবেন ? আইনের এই দুর্বলতাকে কিভাবে দূর করা যায় ,জানতে পারি ?

পরামর্শঃ সাক্ষ্য আইনে burden of proof নামে একটি জিনিস আছে, যে কোন কিছু দাবি করে, বা কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে কোর্ট এর কাছে জাহির করে তাকেই সে জিনিস টা প্রমান করতে হয়, এখন যদি কেউ তার পক্ষের কথা প্রমান করতে পারে তাহলে কোর্ট এর আর কিছু করার থাকে না, কারণ কোর্ট কিন্তু নিজে কোন কিছু দেখে না, বাদি বিবাদি যা ভালো যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করবে সেতাই কোর্ট সত্য বলে ধরে নিবে, জদিও মাঝে মাঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও আস্তে পারে সে ক্ষেত্রে, আপিল, রিভিউ এর সুজগ তো থাকে।

প্রশ্ন-৪৭: আমার বর্তমান বয়স ২৬ বছর। আমার স্ত্রীর বর্তমান বয়স ১৯ বছর। তিনি এখনও পড়ালেখা করছেন। ওর যখন ১৭ বছর ৯ মাস তখন ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা বিয়ে করে ফেলি। বর্তমানে আমার কাছে অরিজিনাল ম্যারিজ সার্টিফিকেট , কাবিননামা এবং অ্যাডভোকেট প্রদত্ত এফিডেভিট আছে। বর্তমানে আমার স্ত্রী ওর বাবা মার সঙ্গে আছেন। প্রথমে-

আমরা আমাদের সম্পর্কের কথা জানাই এবং পারিবারিকভাবে বিয়ে করার জন্য বলি। কিন্তু পারিবারিকভাবে বিয়েতে মত দেননি। এর এক বছর পর আমরা আমাদের বিয়ের কথা জানাই। কিন্তু যথারীতি তারা কেউ আমাদের সম্পর্ক এবং বিয়ে কোনোটাই মেনে নিচ্ছেন না। এই সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য এবং ওদের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করার চাপ দেয়া হচ্ছে। ওকে বলা হচ্ছে ও যদি আমাকে ভুলে যায় তাহলেই হবে। কারণ হিসেবে বলছে, এই বিয়ে আইন সম্মত হয়নি, কেন্দ্রীয় কাজী সমিতিতে ওদের কেউ একজন আছেন, বলা হচ্ছে ওদের মাধ্যমে আমাদের বিয়ের কাগজ পত্র নষ্ট করে ফেলবেন। এই সব নিয়ে এ মুহূর্তে আমি এ বড়ই দুশ্চিন্তায় আছি।

পরামর্শঃ আপনার উপরিউক্ত সমস্যাটি আদালতে মুভ না করে সহজ উপায় মেয়ে পক্ষ অবলম্বন করবে না। আদালতে মেয়ে পক্ষ বিয়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে আদালত মেয়ের মতামত জানতে চাইবে যে, ১. বিয়েটা তার স্ব-ইচ্ছাই বা কোনো রকম জোর ঘটানো হয়েছিল কিনা ২. আরও জানতে চাইবে মেয়েটি বর্তমানে ওই বিয়েতে রাজি আছে কি-না ৩. কথিত স্বামীর বিরুদ্ধে তার এখন কোনো অভিযোগ আছে কিনা। এসব প্রশ্নের সাহসী উত্তর মেয়ে যদি দেন এবং তিনি আপনাকে সমর্থন করেন তাহলে আপনারা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘর করতে আর কোনো বাধা থাকবে না। (বিদ্র : মেয়ের বয়সের প্রশ্ন উঠলে ও ১৭ বছর ৯ মাস সাবালক বলে আদালত সর্বাধিক বিবেচনা করেন)

প্রশ্ন-৪৮: করিম একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।তার বাড়ির পাশে সংঘটিত একটি ডাকাতির খবর তিনি পুলিশ কে দেন নাই। করিম কোন অপরাধ করেছে কি?

পরামর্শঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একজন জনপ্রতিনিধ তার কাজ ইউনিয়ন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে প্রশাসনকে অবগত করানো। ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪৫ ধারানুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ত্র বাড়ির পাশে সংঘটিত ডাকাতির খবর পুলিশকে দিতে বাধ্য। করিম নামক চেয়ারম্যান পুলিশকে খবর না দিলে দন্ডবিধি আইনের ১৭৬ ধারানুযায়ী অপরাধী হবে

প্রশ্ন-৪৯: করিম একটি বাসের ড্রাইবার।দ্রুত বেগে বাস চালানোর সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হবার উপক্রম হলে করিম তার বাস টি বাম দিকে ফুটপাতে উঠিয়ে দেয়,এতে ফুটপাতে থাকা ৩ পথচারী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়, এখানে করিমের অপরাধ কি?

পরামর্শঃ আপাত দৃষ্টিতে উল্লেখিত প্রশ্নের আলোকে করিম এর কাজ অপরাধজনক মনে হলেও দন্ডবিধি আইনের ৮২ ধারার বর্ননানুযায়ী করিম এর কোন অপরাধ হবে না। কেননা উপরোক্ত প্রশ্নের আলোকে ইহাই প্রতিয়মান হয়যে, বাসটি যদি ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হতো তাহলে বহুলোকের প্রাণহানী হত। এ ক্ষেত্রে করিম নামক বাসের ড্রাইবার যদি অপরাধমুলক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে আসন্ন বড় ধরনের ক্ষতি নিবারন কল্পে বাসটি ফুটপাতে উটিয়ে দেয়ার দরুন তিনজন পথচারী মৃত্যু হলেও করিম নামক ড্রাইবারের কোন অপরাধ হবে না।

ঢাকার সকল ওসি সাহেবদের সরকারী মোবাইল নম্বর।

১) ওসি রমনা- ০১৭১৩৩৭৩১২৫

২) ওসি ধানমন্ডি- ০১৭১৩৩৭৩১২৬

৩) ওসি শাহাবাগ- ০১৭১৩৩৭৩১২৭

৪) ওসি নিউ মার্কেট- ০১৭১৩৩৭৩১২৮

৫) ওসি লালবাগ- ০১৭১৩৩৭৩১৩৪

৬) ওসি কোতয়ালী- ০১৭১৩৩৭৩১৩৫

৭) ওসি হাজারীবাগ- ০১৭১৩৩৭৩১৩৬

৮) ওসি কামরাঙ্গীরচর- ০১৭১৩৩৭৩১৩৭

৯) ওসি সুত্রাপুর- ০১৭১৩৩৭৩১৪৩

১০) ওসি ডেমরা- ০১৭১৩৩৭৩১৪৪

১১) ওসি শ্যামপুর- ০১৭১৩৩৭৩১৪৫

১২) ওসি যাত্রাবাড়ী- ০১৭১৩৩৭৩১৪৬

১৩) ওসি মতিঝিল- ০১৭১৩৩৭৩১৫২

১৪) ওসি সবুজবাগ- ০১৭১৩৩৭৩১৫৩

১৫) ওসি খিলগাও- ০১৭১৩৩৭৩১৫৪

১৬) ওসি পল্টন- ০১৭১৩৩৭৩১৫৫

১৭) ওসি উত্তরা- ০১৭১৩৩৭৩১৬১

১৮) ওসি এয়ারপোর্ট- ০১৭১৩৩৭৩১৬২

১৯) ওসি তুরাগ- ০১৭১৩৩৭৩১৬৩

২০) ওসি উত্তরখান- ০১৭১৩৩৭৩১৬৪

২১) ওসি দক্ষিনখান- ০১৭১৩৩৭৩১৬৫

২২) ওসি গুলশান- ০১৭১৩৩৭৩১৭১

২৩) ওসি ক্যান্টনমেন্ট- ০১৭১৩৩৭৩১৭২

২৪) ওসি বাড্ডা- ০১৭১৩৩৭৩১৭৩

২৫) ওসি খিলক্ষেত- ০১৭১৩৩৭৩১৭৪

২৬) ওসি তেজগাও- ০১৭১৩৩৭৩১৮০

২৭) ওসি তেজগাও শি/এ- ০১৭১৩৩৭৩১৮১

২৮) ওসি মোহাম্মদপুর- ০১৭১৩৩৭৩১৮২

২৯) ওসি আদাবর- ০১৭১৩৩৭৩১৮৩

৩০) ওসি মিরপুর- ০১৭১৩৩৭৩১৮৯

৩১) ওসি পল্লবী- ০১৭১৩৩৭৩১৯০

৩২) ওসি কাফরুল- ০১৭১৩৩৭৩১৯১

৩৩) ওসি শাহ আলী- ০১৭১৩৩৭৩১৯২